দৈনিক ইনকিলাব ৩/১০/২০০৩

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৩৩ কলাম ৩

এইচএসসি ফলাফলে মহাবিপর্যয় ও শিক্ষার ভবিষ্যৎ

গত ৬ সেপ্টেম্বর স্মরণকালের মহাবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ৭টি
শিক্ষা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক ফল একযোগে প্রকাশিত হয়
উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশের চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষা
এই পরীক্ষার ফলের সঙ্গে উচ্চ শিক্ষায় কে কোথায় ভর্তি হবে
সে বিষয়টি জড়িত। ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারিংসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে
ভর্তি পরীক্ষার যে দৌড় তা এই পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে
নিরূপিত হয়। কেননা, মেধার যোগ্যতা বিচার্য মূলত ফলে
মানদণ্ডেই।

সত্যি বলতে, এবারকার এইচএসসি পরীক্ষার ফল গোটা
দেশের মানুষকে হতচকিত করেছে। পরীক্ষায় গড় পাসের হা
২৬.১১%। অর্থাৎ ৭৩.৮৯% পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে
মোট কথা এবার তিন-চতুর্থাংশ ছাত্র-ছাত্রী ফেল করেছে
১৯৯৬ সাল ছাড়া (যেখানে পাসের হার গড়ে ছিল ২৪.৭৭%
এত বড় বিপর্যয় পূর্বে আর দেখা যায়নি। একটি লক্ষণীয় বিষ
হচ্ছে, গোটা দেশে পাস করেছে ১ লক্ষ ৪০ হাজার ২১২ জন
এর মধ্যে মাত্র ২০ হাজার ৪৪ জন তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে
অর্থাৎ বলা যায়, যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তারা ভালভাবেই এব
ভাল নম্বর পেয়ে পাস করেছে। এটা অবশ্য একটা আশা
কথা। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের কাছ থেকে যে বিষয়
আমাদের কাছে আজ স্পষ্ট তা হচ্ছে আমাদের শিক্ষাদান পদ্ধতি
গলদপূর্ণ। যার ফলে শুধু মুখস্থ বিদ্যা, নোট, গাইড এব
কোচিংয়ের সহায়তায় পরীক্ষা বৈতরণী পাড়ি দেয়া রীতিম
দুঃসাধ্য। কেননা, পরীক্ষায় প্রশ্নের যে ধরন তাতে কো
একনিষ্ঠভাবে সমস্ত বই খুঁটিয়ে না পড়লে প্রশ্নের যথার্থ উত্ত
দেয়া একেবারেই অসম্ভব। তাই হয়তো বিশিষ্ট শিক্ষাবি
অধ্যক্ষা হামিদা আলী এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, দেশজুড়ে এ
ফল বিপর্যয় নকলবাজ ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার টেবিলে ফি
যাবার ওয়ার্নিং দিল।

এবারের ফল বিপর্যয়ে নকল প্রতিরোধের প্রচেষ্টাকেও অন্যত
কারণ বলা হচ্ছে। এবার পরীক্ষার্থীরা নকলের অবারিত সুযো
পায়নি। সুষ্ঠু এবং নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণের জ
অনেকটা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন বোর্ড
রাষ্ট্রীয়ভাবে নকলের বিরুদ্ধে এই ধরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবা
কারণে মোট ৬০ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষা শেষ করতে পারেনি
এর মধ্যে নকলের সুযোগ না পেয়ে প্রায় ২৫ হাজার পরীক্ষা
শুরুতেই পরীক্ষা ড্রপ দেয় এবং ৩৫ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষা
অসদুপায় অবলম্বন করতে গিয়ে বহিষ্কৃত হয়।

ইংরেজীতে অকৃতকার্যতা পাইকারী হারে ফেলের আরো একটি
বড় কারণ। মোট পরীক্ষার্থী ৫ লক্ষ ৭১ হাজার ৯২৩ জনে
মধ্যে সোয়া ২ লক্ষই ইংরেজীতে ফেল। এর দায়-দায়িত
কেবল পরীক্ষার্থীদেরই নয়; বরং এর অনেকটা দায়-দায়িত
শিক্ষকদের উপরও বর্তায়। ইংরেজী শিক্ষকের স্বল্পতার কারণে
ইংরেজী শিক্ষা কার্যক্রম একদিকে যেমন ব্যাহত হচ্ছে তেমনি
অন্যদিকে যারা ইংরেজী বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছে তাদের অনেকের
সঠিক ইংরেজী পড়ানোর ও শিখানোর দক্ষতার অভাব রয়েছে
এজন্য শিক্ষার্থীরা অশুদ্ধ ইংরেজী শিখছে যা জাতির জন্য শু
লজ্জাকরই নয়, বরং গোটা জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির পথে
একটা বিরাট অন্তরায়।

এখন আশু প্রয়োজন জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয় মাধ্যমকে
যথাযথভাবে আরও সঠিক ও যুগোপযোগী করা
পদক্ষেপগ্রহণ। ইংরেজী যেন শিক্ষার্থীর কাছে দিবাস্বপ্ন না হয়ে
দাঁড়ায় তার জন্য এর প্রতি গুরুত্ব দেয়া অপরিহার্য।

শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর স্বার্থে শিক্ষার যথোপযুক্ত পরিবে
সৃষ্টির ব্যাপারটি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবার দাবী রাখে। এজন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে
শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের আনাগোনা, নৈরাজ্য, কিলিং, ধর্ষণ
তথাকথিত ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি, প্রাইভেট টিউশনি
কোচিং এবং সর্বপ্রকার বিশৃংখলা সৃষ্টির অপচেষ্টা বন্ধ করতে
না পারলে শিক্ষার ভবিষ্যৎ আরো অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।
মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা প্রায় সবাই বর্তমান ধারার ছাত্র রাজনীতি
সমালোচনা করেছে। প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে সমাজে
বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তি, ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি কিছু সময়ে
জন্য হলেও স্থগিতের পক্ষে। সেই সিদ্ধান্ত যদি বাস্তবায়িত হ
তাহলে দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণার্থে তা আমরা স্বাগত
জানাবো। কেননা, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। বর্তমা
শিক্ষার্থীরা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। এরাই ভবিষ্যতে দেশে
জনগণের মুখ উজ্জ্বল করবে।

—অধ্যাপক ইসতারুল হক